সাতদিন

২০ ফেব্রুয়ারি : ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার রায়ে শায়খ রহমান ও বাংলা ভাইসহ ৪ জনের ৪০ বছর করে কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।
একুশে পদক অনুষ্ঠানে ভাষাশহীদ পরিবারকে সম্মানী ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
২১ ফেব্রুয়ারি : শিবির নেতা সালেহীকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে রাজশাহী পুলিশ।
চট্টগ্রামে ডিসি হিলের একুশের অনুষ্ঠানস্থল কয়েক ঘন্টার জন্য দখল করে ছিল ছাত্রশিবির।
২২ ফেব্রুয়ারি : বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সংক্রান্ত আইনে সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার শুনানি ১ মার্চ।
২৩ ফেব্রুয়ারি : চট্টগ্রামে গার্মেন্টসে আগুন লেগে ১০ জন নিহত ও প্রায় ৭০ জন আহত হয়েছে।
সালেহীকে মামলা থেকে অব্যাহতি না দিলে জোট ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়া হয় জামায়াতের সমাবেশে।
২৪ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় গ্রিডে মারাত্মক বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছে। বর্তমানে চলছে ২২০০ মেগাওয়াট ঘাটতি।
মিরপুর বাঙলা কলেজ থেকে ছাত্রশিবিরকে বের করে দিয়েছে ছাত্রদল।
২৫ ফেব্রুয়ারি : ঢোবিওত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৫২ জন প্রথম শ্রেণী পাওয়ার ঘটনায় অনিয়ম ধরা পড়েছে।
২৬ ফেব্রুয়ারি : রাবি ক্যাম্পাসে শিবির নেতারা হুমকি দিয়েছে অভিযোগপত্রে সালেহী থাকলে দেশে আগুন জ্বলবে, ১৬৪ ধারা মানি না।
পক্ষপাতদুষ্ট জজ চুন্নুর বিচারকাজের ওপর হাইকোর্টের আরও চার সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞা।

মহাসমাবেশের মহাব্যস্ত রাজনীতি

বদরুল আলম নাবিল

রাজনৈতিক দলগুলোকে পেয়ে বসেছে মহাসমাবেশ বাতিক। দিনাজপুর, কুমিল্লা বা ঢাকা কোথাও তারা এখন আর সমাবেশ বা জনসভা ডাকেন না; সবই 'মহাসমাবেশ'। লোকসমাগম ১ লাখ কিংবা ১৫ লাখ যেটাই হোক, সব সমাবেশের নামই এখন মহাসমাবেশ। সরকারি দল বিএনপির পাশাপাশি তার অঙ্গসংগঠনগুলো এবং সরকারের শরিক জামায়াত একের পর এক মহাসমাবেশ করে চলছে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী ১৪ দলও মহাসমাবেশ করেছে। গত বছর ২২ নভেম্বর পল্টন ময়দানে প্রথম মহাসমাবেশটি করেছিল ১৪ দল। অনেক বাধা-বিপত্তির পর সে মহাসমাবেশে ব্যাপক লোক সমাগম হওয়ায়, কিছু দিন পরেই সরকারি দল বিএনপি পাল্টা মহাসমাবেশ করে একই স্থানে। তারপর একে একে জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং যুবদল মহাসমাবেশ করে পল্টনে। রাজধানীর পর এখন বিভাগীয় শহর এমনকি জেলাগুলোতেও সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষই একের পর এক মহাসমাবেশ করে চলছে।

এমনিতেই ভিভিআইপির (মন্ত্রী) সংখ্যা বেশি হওয়ায় রাজধানীর সড়কগুলোতে হরহামেশাই জ্যাম লেগে থাকে। মহাসমাবেশ উপলক্ষে নগরীতে জ্যাম ও জনদুর্ভোগ আরো বেড়ে যাচ্ছে। তবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি যুবদলের পল্টনে মহাসমাবেশ উপলক্ষে নগরীজুড়ে অসহনীয় যানজট হয়। কারণ তার দুদিন আগেই তেজগাঁওয়ে একটি নির্মাণাধীন হাসপাতাল ভবন ধসে পড়ে। সেখানে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য তেজগাঁও সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়।

নগরবাসীকে এভাবে কষ্ট দিয়ে মহাসমাবেশ করে রাজনৈতিক দলগুলো কতটুকু ফায়দা তুলতে পারছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ সবকটি মহাসমাবেশেই পল্টন ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। সেটা বিএনপি, ১৪ দল, জামায়াত, জাতীয় পার্টি কিংবা ইসলামী ঐক্যজোটের আমিনীর মহাসমাবেশ হোক না কেন। তা হলে সবগুলো দলের জনসমর্থনই কি প্রায় সমান! নিশ্চয়ই তা নয়। তবে এই মহাসমাবেশ কোনোভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর পেছনে কিরকম জনসমর্থন আছে তার প্রমাণ করে না। তা হলে সারা দেশ থেকে লোক এনে এভাবে ঢাকায় জড়ো করে রাজধানী অচল করে মানুষকে কষ্ট দেয়ার যৌক্তিকতা কী? অনেকেই হয়তো বলবেন হরতাল-জ্বালাও-পোড়াওয়ের চেয়ে তো মহাসমাবেশ ইতিবাচক রাজনীতি। আমরাও তা মনে করি, কিন্তু সারা দেশ থেকে লোক এনে রাজধানীতে জড়ো করার চেয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ছোট ছোট সমাবেশ করে নিজেদের কর্মসূচি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জনগণকে জানালে এবং দলকে সংগঠিত করলে তার ফলাফল হবে আরো বেশি ইতিবাচক।

স্বপ্নের বাংলাদেশ

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ চিলড্রেন ফেস্টিভ্যাল ২০০৬। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সহযোগিতায় অধ্যয়ন শিশু ফাউন্ডেশন আয়োজন করেছেন এই শিশু উৎসব। ফেস্টিভ্যালের শ্লোগান 'স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরাই গড়বো'। চার দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। উৎসব কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রয়েছেন সংস্থাপন সচিব ড. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অধ্যয়ন শিশু ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হোসাইন আল মাসুম।

সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলাকালীন প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৫ টাকা। অবহেলা, অতিরিক্ত শাসন, পড়াশুনার চাপ- সব মিলিয়ে নাভিশ্বাস অবস্থায় পড়ে শিশুরা যে মুহূর্তে স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় তাদের স্বপ্ন ফিরিয়ে দিতে এই মেলার আয়োজন- এ দাবি অধ্যয়ন শিশু ফাউন্ডেশনের। মেলার দ্বিতীয় দিন ঘুরে দেখা যায়, নাচ-গান, অভিনয় প্রতিযোগিতা আর শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখরিত ছিল উৎসব প্রাঙ্গণ। আউটডোর প্যাভিলিয়নে সান বীম, ম্যাপেললিফ সিদ্দিকিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ডন গ্রামার স্কুল এবং ঝালকাঠি সদর গার্লস স্কুলের অংশগ্রহণে নাচ, আবৃত্তি, গান ও অভিনয়ে ছিল প্রাণবন্ত উৎসবের ছোঁয়া। এছাড়া শিশুতোষ বইয়ের প্রদর্শনী ও বই বিক্রয় কেন্দ্রে দিনব্যাপী প্রচুর দর্শক ও ক্রেতার সমাগম ছিল লক্ষণীয়। পাশাপাশি ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, নটরডেম স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলের বিজ্ঞান প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও এশিয়ার জেনারেল এন্ড হসপিটালের সৌজন্যে বিনামূল্যে শিশুদের দাঁতের চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটে। বেলা ৩টায় ইনডোর প্যাভিলিয়নের নিচতলায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ২৫০ জন খুদে আঁকিয়ের অংশগ্রহণ এবং উইমেন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের আচার প্রতিযোগিতায় ৪৫ জন অংশগ্রহণ করে। প্রথম পুরস্কার বিজয়ীকে নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। সম্মেলন কেন্দ্রে দ্বিতীয় তলায় ডেফোডিল ও যুবক আইটির উদ্যোগে শিক্ষা ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কম্পিউটারের বিস্ময়কর দিনগুলো আত্মস্থ করানোর লক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন করে।

মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব

ফলোআপ

সাভারের ভূমিদস্যুদের পলায়ন

সাভারের বহুল আলোচিত ভূমিদস্যুরা অবশেষে পলায়ন করেছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি মিটন- কেষ্টপুর গ্রামে বিরোধী দলের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সাভারের আওয়ামী লীগ নেতা মুরাদ জং, হাসিনা দৌলা, আশরাফ উদ্দিন খান ইমু, হায়দার আলী, খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের নির্মল রোজারিও, মানবাধিকার কর্মী রোজালিন, হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ নেতা ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে জনতা মিছিল করে পিলার, কাঁটাতারের বেড়া উপড়ে ফেলে। তারা দখলকৃত জমি উদ্ধার করে। পুলিশ গ্রামবাসীর নেতা নুরুল হককে ছেড়ে দিয়েছে। সরেজমিনে মিটন-কেষ্টপুর গ্রাম ঘুরে দেখা যায়, কোথাও দখলদারদের কাঁটাতারে বেড়া বা খুঁটি নেই। সেই থমথমে অবস্থা নেই। গ্রামবাসী জানায়, পুলিশ প্রতিদিন রাতে নিয়মিত টহল দিয়ে চলে যায়।

সাভার সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল ভূমিদস্যুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেও বর্তমান চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা নীরব রয়েছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

জনতার সংগঠিত সংঘবদ্ধ রুদ্ররূপের নিকট অবশেষে ভূমিদস্যু শক্তি পরাভূত হলেও যে কোনো সময় আবার তারা ফিরে আসতে পারে।

মিটন-কেষ্টপুর গ্রামবাসীর মতো মিডিয়া ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তারা রক্ষা পেয়েছেন। ভূমিদস্যুরা যাতে এলাকায় আর ফিরে আসতে না পারে, সে নিশ্চয়তা এখন অপরিহার্য।

ফ্রি জব কনসালটেন্সি